দৈনিক বাংলা

তারিখ 01 MAR 1987 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... ১ ... কলাম ১ ... ...

002

স্কুল টেক্সট বোর্ডের বই

01 MAR 1987

ধর্ম বইঃ ভাষায় মুদ্রণে অধর্ম

॥ দিলীপ দেবনাথ ॥

'জলকে কেউ বারি বলে, কেউ পানি বলে, কেউ ওয়াটার বলে, কেউ একোয়া বলে, কেউ বক্ষ বলে কেউবা গড বলে।'

এটি টেক্সটবুক বোর্ডের প্রাথমিক শ্রেণীর ধর্ম বইয়ের একটি বাক্য। এই বাক্যটিতে ছবার 'কেউ' আছে। এছাড়াও অনুপম বাক্যটিতে আছে একটি অশ্রুতপূর্ব তথ্য। জলকে বক্ষ বা গড বলা হয়। আসলে ঈশ্বরকে বিভিন্নজন বিভিন্ন নামে ডাকেন এটি বোঝাতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে।

এমনি ধরনের আরো কিছু তথ্য আছে ধর্ম বইগুলোতে। যেমন, গৌতম বুদ্ধ ২৬০০শ বছর আগে অর্থাৎ ২ লাখ ৬০ হাজার বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অথবা সিদ্ধার্থের পিতা শুদ্ধোধনের এক রাণীর নাম ছিল মহাপ্রজাবতী। প্রকৃত তথ্য হচ্ছে বুদ্ধদেব ২৬শ বছর আগে জন্মেছিলেন এবং তাঁর বিমাতার নাম ছিল প্রজাপতি বা মহাপ্রজাপতি।

তথ্যগত এসব ভুল ছাড়াও বইগুলোতে সংস্কৃত ও পালি শ্লোকে যথেচ্ছ মুদ্রণ প্রমাদ, কটমটে ভাষা ও বাক্যবিন্যাস, বিষয়বস্তু সহজভাবে বর্ণনায় অপারগতা, কঠিন কঠিন শ্লোকের অত্যাচার সীমাহীন। এতে এসব বই শিক্ষার্থীর কাছে আকর্ষণের চেয়ে

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

মুদ্রণে অধর্ম

(প্রথম পৃঃ পর)

বিরাগই সৃষ্টি করবে বেশি।

বইগুলো পড়লে মনে হয় না এতে কোন সম্পাদনা বা প্রুফ রিডিং-এর হাত কখনো পড়েছে।

এসব বইয়ের সংস্কৃত ও পালি শ্লোকে যেসব ভুল রয়েছে তা লিখতে গেলে আরেকটি মহাভারত হয়ে যাবে। তবু কিছু ভুলের উল্লেখ করছিঃ

তৃতীয় শ্রেণীর হিন্দু ধর্ম বইয়ে 'পরিত্রানায় সাধুনাং'-এর পবিত্রানায় সাধুনাং (পৃঃ ৫), 'সাক্ষাদ্ধর্মস্য'-এর বদলে সাক্ষাদ্ধর্মশ্য (পৃঃ ১০) 'প্রজাপতিস্তবং' এর জায়গায় প্রজাপতিতবং (পৃঃ ১৭), 'তস্মৈ'-এর স্থলে তস্মৈ ছাপা হয়েছে।

চতুর্থ শ্রেণীর বইয়ে 'বিশ্বস্য'কে বিশ্বাস (পৃঃ ৫), 'সনাতনস্তবং'কে সনাতনস্তবং (পৃঃ ৫) 'প্রিয়ায়াহর্হসি'কে প্রিয়ায়াহর্হসি (পৃঃ ৬), 'প্রাতঃসমুত্থায়'কে পতঃ সমুত্থায় (পৃঃ ২৯), 'জনাসি'কে জানান ?পৃঃ ৩০-, 'জানাম্যধর্মং'কে জানাম্যধর্মং (পৃঃ ৩০), 'নিত্যং'কে নিত্যং এবং 'বিদ্যাং'কে বিদ্যাৎ ছাপা হয়েছে।

৫ম শ্রেণীর বইয়ে ছাপার ভুলের কিছু নমুনা। যেমন এ বইয়ে 'প্রশ্বাদাধম'কে স্বপধর্ম (পৃঃ ১৫), 'সাধুনাং'কে সাধুনাম (পৃঃ ১৮), 'মৃতস্য'কে মৃতস্য (পৃঃ ৪০), 'ত্যজত্যন্তে'কে ত্যজন্ত্যন্তে (পৃঃ ৪২) 'পরিপ্রশ্নেন'কে পলিপ্রশ্নেন (পৃঃ ৮৪) হিসেবে মুদ্রণ করা হয়েছে।

এগুলো ছাড়াও রয়েছে বহু মুদ্রণ ত্রুটি। সংস্কৃত শ্লোকের সন্ধিযুক্ত অনেক শব্দ আলাদাভাবে মুদ্রিত হবার সংখ্যাও যথেষ্ট। এর ফলে অনেক শ্লোকের অর্থ পাল্টে গেছে অথবা শ্লোকটি অর্থহীন হয়ে পড়েছে।

সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ শিক্ষক না হলে এসব ভুল ছাত্রছাত্রীদের সংশোধন করে দেয়া প্রায় অসম্ভব।

হিন্দুধর্ম শিক্ষা দ্বিতীয় ভাগে স্তব-স্তোত্র ও প্রার্থনা অধ্যায়ে রবীন্দ্র স্তোত্র হিসেবে একটি কবিতা ছাপা হয়েছে।

ঈশ্বর স্তোত্র রবীন্দ্র স্তোত্র হতে পারে এমন তথ্য ইতিপূর্বে জানা ছিল না। আমরা জানি, যার প্রশংসা করে কিছু বলা হয় স্তোত্রটি তার নামেই হয়। যেমন গঙ্গা স্তোত্র, কালিকা স্তোত্র ইত্যাদি। পুস্তক প্রণেতা কি রবীন্দ্রের প্রশংসা করেছেন, না ঈশ্বরের ?

এই বইয়েই লেখক ছাত্রদের উপদেশ দিয়েছেন, জয়দেবের 'গীত গোবিন্দ' গ্রন্থ থেকে দশাবতার স্তোত্রটি মুখস্ত করে নিতে। একে আমরা কি বলব—কান্ডজ্ঞানহীনতা না অন্য কিছু ? সংস্কৃত গীত গোবিন্দ গ্রন্থটি প্রত্যেক হিন্দুর ঘরে পঠিত হয় বলেই বোধ হয় লেখক ধরে নিয়েছেন।

ধর্ম বইয়ে অহেতুক সংস্কৃত শ্লোক ঢুকিয়ে দেয়ার উদাহরণ মিলবে সাবিত্রী উপাখ্যানে (পৃঃ ৫৭, ৫ম শ্রেণী), তৃতীয় শ্রেণীর স্তোত্র পাঠ অধ্যায় (পৃঃ ১৪)-সহ আরো বহু জায়গায়।

বইগুলোতে যেখানে-সেখানে শ্লোক, পয়ার ব্যবহার করে প্রায় দুষ্পাঠ্য করে তোলা হয়েছে। ফলে ধর্মের মূল বস্তুই শিক্ষার্থীদের কাছে প্রকাশ করা যায়নি।

শ্লোকের ভুল অর্থ দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করার ব্যবস্থাও আছে এসব বইয়ে। এমন একটি উদাহরণ মিলবে তৃতীয় শ্রেণীর বইয়ে ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়। এখানে উদ্ধৃত শ্লোকটির সরলার্থ হবে আমার শরণাপন্ন হও, আমিই তোমায় রক্ষা করব। লেখা হয়েছে, তুমি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, তিনিই তোমাকে রক্ষা করবেন।

বৌদ্ধ ধর্মের বইগুলোতেও মুদ্রণ ত্রুটি যথেষ্ট। দুতিয়ম্পি শব্দটি এসব বইয়ে দুতির্যম্পি, দুতিয়াম্পি, দুত্যিম্পি হিসেবে ছাপা হয়েছে। ততিয়ম্পি ছাপা হয়েছে ততির্যম্পি (৩য় শ্রেণী, পৃঃ ১২)।

পালি ভাষার শ্লোকে রতনসুত্তে 'থং'-এর বদলে 'সং' ও 'তং' (পৃঃ ৯, ৫ম শ্রেণী), 'সত্তা'র স্থলে 'গত্তা' (পৃঃ ১১) মুদ্রণের ফলে অর্থান্তর ঘটে গেছে শ্লোকের।

মোট কথা, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের এই বইগুলো সম্পর্কে বল[illegible] চলে, শিশুদের ধর্ম শিক্ষার জন্য এগুলো মোটেই উপযোগী নয়। শ্লোক চয়ন, ভাষা ব্যবহার, গল্প চয়ন ধর্মীয় তত্ত্বকে সহজভাবে বিশ্লেষণে এসব বইয়ের প্রণেতারা ব্যর্থ হয়েছেন। পুস্তক রচনার সময় তারা খেয়াল রাখেননি [illegible] শিশুরা বা প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকগণ পালি অথবা সংস্কৃত ভাষায় বিশেষজ্ঞ বা পন্ডিত নন। একথাও বোধ হয় তাদের মনে ছিল না যে তত্ত্ব পুস্তক নয়— শিশুদের উপযোগী সাধারণ পাঠ্য বই তাদের রচনা করতে হবে।